(ফেলোর ৩ কপি সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে)

## অঙ্গিকারনামা (নিজ)

আমি....., পিতা:....., কর্মস্থল ও আবাসিক ঠিকানা:....., এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টে দাখিলকৃত আমার সকল সনদপত্র ও তথ্যাদি সঠিক। কোর্স সমাপ্তির পর আমি দেশে প্রত্যাবর্তন করে (বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোর ক্ষেত্রে) ট্রাস্টের নীতিমালার আলোকে (এমএস কোর্সের জন্য ৩ বছর ও পিএইচডি কোর্সের জন্য ৫ বছর) কমপক্ষে ৩/৫ (যেটি প্রযোজ্য হয়) বছর দেশে কর্মে নিয়োজিত থাকবো এবং আমি বর্তমানে দেশী/বিদেশী অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ফেলোশিপের আওতাধীন নই এবং ভবিষ্যতে কোর্স চলাকালীন ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে ফেলোশিপ/স্টাইপেন্ড/টপ-আপ গ্রহণ করবো না।

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোর্স চলাকালীন কোন অবস্থাতেই গবেষণার বিষয়, গ্রাজুয়েট স্কুল/বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সুপারভাইজার পরিবর্তন করবো না এবং আমি ডিগ্রী লাভের পর অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" অফিসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (থিসিস ও সার্টিফিকেট) দাখিল ও উপস্থাপন করবো।

চলমান পাতা-১ (প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করতে হবে)

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমার/আমার স্পাউস/যেকোন একজন/উভয়ের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেই এবং ভবিষ্যতে কোর্স চলাকালীন অন্য দেশে পিআর (PR) এর জন্য আমি/আমার স্পাউস/যেকোন একজন/উভয়জন আবেদন করবো না এবং আমি "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা ২০২৫ (সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে সময় সময় সংশোধিত সর্বশেষ নীতিমালার আলোকে ফেলোশিপ প্রদান সংক্রান্ত সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলবো। যথাসময়ে কোর্স সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে কিংবা কোর্স চলাকালীন ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে ফেলোশিপ বাবদ আমার অনুকূলে ট্রাস্ট হতে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবো। ট্রাস্টের নীতিমালা/ফেলোশিপ মেয়াদ বহির্ভূত ফেলোশিপ বাবদ গ্রহণকৃত অতিরিক্ত অর্থ (যদি আমি/আমার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে থাকি/থাকে) আমি ট্রাস্ট অফিসে নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে বাধ্য থাকবো। এছাড়াও, ফেলোশিপের আবেদনের সময় অফার লেটারে বর্ণিত সেশনে (ট্রাস্ট কর্তৃক স্পনসরশীপ লেটার ইস্যুর পর) কোর্স শুরু করতে ব্যর্থ হলে পরিবর্তিত সেশনের অতিরিক্ত ফি-সমূহ আমি নিজে বহন করবো।

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, ফেলোশিপ গ্রহণের পর থেকে কোর্স চলাকালীন/কোর্স সম্পন্ন হবার পরও যদি কোনদিন আমার ব্যাপারে যেকোন ধরণের অসত্য তথ্য উৎঘাটিত হয় কিংবা আমি যদি কোন মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নিয়ে/মিথ্যা তথ্যের আলোকে ফেলোশিপের আবেদন করে থাকি তবে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ তৎক্ষনাৎ আমার ফেলোশিপ বাতিলসহ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং আমার অনুকূলে ফেলোশিপ বাবদ ব্যয়িত সমুদয় অর্থ প্রত্যর্পণে আমি বাধ্য থাকবো।

চলমান পাতা-২ (প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করতে হবে)

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আমি যদি উপরে উল্লেখিত শর্তাবলী/নিয়মকানুন পরিপালনে ব্যর্থ হই, তাহলে কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

**স্বাক্ষী: ১**

ছবি: সত্যায়িত ২ কপি।

নাম:

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

**ফেলোর নাম:**

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

ফেলোর সীলসহ স্বাক্ষর:

**স্বাক্ষী: ২**

ছবি: সত্যায়িত ২ কপি।

নাম:

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

(চলমান পাতা-৩)

(১ম নিশ্চয়তাকারীর ৩ কপি সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে)

## অঙ্গীকারনামা (ফেলোর নিশ্চয়তা প্রদানকারী-১)

আমি....., পিতা:....., কর্মস্থল ও আবাসিক ঠিকানা:....., একজন বাংলাদেশর স্থায়ী নাগরিক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট"-এ পিএইচডি/এমএস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী জনাব/বেগম:....., ঠিকানা: ..... সম্পর্কে আমার .....। আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, তার দাখিলকৃত সকল সনদপত্র ও তথ্যাদি সঠিক এবং কোর্স সমাপ্তির পর সে দেশে প্রত্যাবর্তন করে (বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোর ক্ষেত্রে) ট্রাস্টের নীতিমালার আলোকে (এমএস কোর্সর জন্য ৩ বছর ও পিএইচডি কোর্সের জন্য ৫ বছর) কমপক্ষে ৩/৫ (যেটি প্রযোজ্য হয়) বছর দেশে কর্মে নিয়োজিত থাকবে এবং সে বর্তমানে দেশী/বিদেশী অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ফেলোশিপের আওতাধীন নয় এবং ভবিষ্যতে কোর্স চলাকালীন ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে ফেলোশিপ/স্টাইপেন্ড/টপ-আপ গ্রহণ করবে না।

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, জনাব/বেগম:..... ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোর্স চলাকালীন কোন অবস্থাতেই গবেষণার বিষয়, গ্রাজুয়েট স্কুল/বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সুপারভাইজার পরিবর্তন করবে না এবং তার ডিগ্রী লাভের পর অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" অফিসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (থিসিস ও সার্টিফিকেট) দাখিল ও উপস্থাপন করবে।

চলমান পাতা-১ (প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করতে হবে)

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, জনাব/বেগম:...../তার স্পাউস/যেকোন একজন/উভয়ের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেই এবং ভবিষ্যতে কোর্স চলাকালীন অন্য দেশে পিআর (PR) এর জন্য তিনি/তার স্পাউস/যেকোন একজন/উভয়জন আবেদন করবেন না এবং তিনি "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা ২০২৫ (সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে সময় সময় সংশোধিত সর্বশেষ নীতিমালার আলোকে ফেলোশিপ প্রদান সংক্রান্ত সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন। ট্রাস্টের নীতিমালা/ফেলোশিপ মেয়াদ বহির্ভূত ফেলোশিপ বাবদ গ্রহণকৃত অতিরিক্ত অর্থ (যদি তিনি/তার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে থাকেন) তিনি ট্রাস্ট অফিসে নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। এছাড়াও, ফেলোশিপের আবেদনের সময় অফার লেটারে বর্ণিত সেশনে (ট্রাস্ট কর্তৃক স্পনসরশীপ লেটার ইস্যুর পর) কোর্স শুরু করতে ব্যর্থ হলে পরিবর্তিত সেশনের অতিরিক্ত ফি-সমূহ তিনি নিজে বহন করবেন।

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, জনাব/বেগম:.....ফেলোশিপ গ্রহণের পর থেকে কোর্স চলাকালীন/কোর্স সম্পন্ন হবার পরও যদি কোনদিন তার ব্যাপারে যেকোন ধরণের অসত্য তথ্য উৎঘাটিত হয় কিংবা তিনি যদি কোন মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নিয়ে/মিথ্যা তথ্যের আলোকে ফেলোশিপের আবেদন করে থাকেন তবে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ তৎক্ষনাৎ নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসাবে আমার বিরদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং ফেলোশিপ বাবদ ব্যয়িত সমুদয় অর্থ প্রত্যর্পণে আমি বাধ্য থাকবো।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, জনাব/বেগম:.....যদি উপরে উল্লেখিত শর্তাবলী/নিয়মকানুন পরিপালনে ব্যর্থ হন তবে আমি নিশ্চয়তাদানকারী হিসেবে তার সকল সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করাসহ ফেলোশিপ বাবদ গ্রহণকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবো।

চলমান পাতা-২ (প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করতে হবে)

এছাড়াও, গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করলে অথবা ফেলোশিপ বাতিল করা হলে/অথবা বিদেশে কোর্স সম্পাদনের পর বাংলাদেশে ফেরত না আসলে, আমি ফেলো কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ব্যক্তিগত দায় গণ্যে শর্তহীনভাবে ট্রাস্ট-কে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবো এবং এর ব্যত্যয়ে আমার বিরুদ্ধে সরকারী পাওনা আদায় আইন ১৯১৩/ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যধারা গ্রহণে আমার কোনরূপ ওজর-আপত্তি থাকবে না।

**স্বাক্ষী: ১**

ছবি: সত্যায়িত ২ কপি।

নাম:

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

**১ম নিশ্চয়তা প্রদানকারীর নাম:**

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

সীলসহ স্বাক্ষর:

**স্বাক্ষী: ২**

ছবি: সত্যায়িত ২ কপি।

নাম:

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

(চলমান পাতা-৩)

(২য় নিশ্চয়তাকারীর ৩ কপি সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে)

## অঙ্গীকারনামা (ফেলোর নিশ্চয়তা প্রদানকারী-২)

আমি....., পিতা:....., কর্মস্থল ও আবাসিক ঠিকানা:....., একজন বাংলাদেশর স্থায়ী নাগরিক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট"-এ পিএইচডি/এমএস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী জনাব/বেগম:....., ঠিকানা: ..... সম্পর্কে আমার .....। আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, তার দাখিলকৃত সকল সনদপত্র ও তথ্যাদি সঠিক এবং কোর্স সমাপ্তির পর সে দেশে প্রত্যাবর্তন করে (বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোর ক্ষেত্রে) ট্রাস্টের নীতিমালার আলোকে (এমএস কোর্সর জন্য ৩ বছর ও পিএইচডি কোর্সের জন্য ৫ বছর) কমপক্ষে ৩/৫ (যেটি প্রযোজ্য হয়) বছর দেশে কর্মে নিয়োজিত থাকবে এবং সে বর্তমানে দেশী/বিদেশী অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ফেলোশিপের আওতাধীন নয় এবং ভবিষ্যতে কোর্স চলাকালীন ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে ফেলোশিপ/স্টাইপেন্ড/টপ-আপ গ্রহণ করবে না।

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, জনাব/বেগম:..... ট্রাস্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোর্স চলাকালীন কোন অবস্থাতেই গবেষণার বিষয়, গ্রাজুয়েট স্কুল/বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সুপারভাইজার পরিবর্তন করবে না এবং তার ডিগ্রী লাভের পর অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" অফিসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (থিসিস ও সার্টিফিকেট) দাখিল ও উপস্থাপন করবে।

চলমান পাতা-১ (প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করতে হবে)

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, জনাব/বেগম:...../তার স্পাউস/যেকোন একজন/উভয়ের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেই এবং ভবিষ্যতে কোর্স চলাকালীন অন্য দেশে পিআর (PR) এর জন্য তিনি/তার স্পাউস/যেকোন একজন/উভয়জন আবেদন করবেন না এবং তিনি "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা ২০২৫ (সংশোধিত) এবং ভবিষ্যতে সময় সময় সংশোধিত সর্বশেষ নীতিমালার আলোকে ফেলোশিপ প্রদান সংক্রান্ত সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন। ট্রাস্টের নীতিমালা/ফেলোশিপ মেয়াদ বহির্ভূত ফেলোশিপ বাবদ গ্রহণকৃত অতিরিক্ত অর্থ (যদি তিনি/তার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে থাকেন) তিনি ট্রাস্ট অফিসে নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। এছাড়াও, ফেলোশিপের আবেদনের সময় অফার লেটারে বর্ণিত সেশনে (ট্রাস্ট কর্তৃক স্পনসরশীপ লেটার ইস্যুর পর) কোর্স শুরু করতে ব্যর্থ হলে পরিবর্তিত সেশনের অতিরিক্ত ফি-সমূহ তিনি নিজে বহন করবেন।

আমি আরও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, জনাব/বেগম:.....ফেলোশিপ গ্রহণের পর থেকে কোর্স চলাকালীন/কোর্স সম্পন্ন হবার পরও যদি কোনদিন তার ব্যাপারে যেকোন ধরণের অসত্য তথ্য উৎঘাটিত হয় কিংবা তিনি যদি কোন মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নিয়ে/মিথ্যা তথ্যের আলোকে ফেলোশিপের আবেদন করে থাকেন তবে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ তৎক্ষনাৎ নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসাবে আমার বিরদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং ফেলোশিপ বাবদ ব্যয়িত সমুদয় অর্থ প্রত্যর্পণে আমি বাধ্য থাকবো।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, জনাব/বেগম:.....যদি উপরে উল্লেখিত শর্তাবলী/নিয়মকানুন পরিপালনে ব্যর্থ হন তবে আমি নিশ্চয়তাদানকারী হিসেবে তার সকল সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করাসহ ফেলোশিপ বাবদ গ্রহণকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবো।

চলমান পাতা-২ (প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করতে হবে)

২

এছাড়াও, গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করলে অথবা ফেলোশিপ বাতিল করা হলে/অথবা বিদেশে কোর্স সম্পাদনের পর বাংলাদেশে ফেরত না আসলে, আমি ফেলো কর্তৃক গৃহীত সমুদয় অর্থ ব্যক্তিগত দায় গণ্যে শর্তহীনভাবে ট্রাস্ট-কে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবো এবং এর ব্যত্যয়ে আমার বিরুদ্ধে সরকারী পাওনা আদায় আইন ১৯১৩/ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যধারা গ্রহণে আমার কোনরূপ ওজর-আপত্তি থাকবে না।

**স্বাক্ষী: ১**

ছবি: সত্যায়িত ২ কপি।

নাম:

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

**২য় নিশ্চয়তা প্রদানকারীর নাম:**

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

সীলসহ স্বাক্ষর:

**স্বাক্ষী: ২**

ছবি: সত্যায়িত ২ কপি।

নাম:

পদবী ও কর্মস্থল:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (সত্যায়িত কপি সংযুক্তসহ):

পাসপোর্ট নাম্বার (যদি থাকে):

ই-মেইল:

মোবাইল:

(চলমান পাতা-৩)